অধ্যায় - ৪৭

পূর্বজন্ম ঃ বীরভদ্রাপ্পা এবং চেনবাসাপ্পার (সাপ ও ব্যাঙ্গ) কাহিনী

গত অধ্যায়ে দুটি ছাগলের পূর্বজন্মের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়তে আরো কয়েকটি পূর্বজন্মের স্মৃতি বর্ণনা করা হচ্ছে।

প্রস্তাবনা ঃ-

হে ত্রিগুণাতীত জ্ঞানবতার শ্রী সাই! তোমার মুখ মণ্ডল কত সুন্দর! হে অন্তর্যামী! তোমার শ্রীমুখের প্রভা ধন্য। সেটি ক্ষণিকের জন্য দেখলে পূর্বজন্মের সমস্ত দুঃখ নাশ হয়ে সুখের দ্বার খুলে যায়। কিন্তু হে আমার প্রিয় শ্রী সাই! যদি তুমি নিজের স্বাভাবিক ও অহেতুক কৃপাদৃষ্টির আশীর্বাদ দাও তবেই এরকমটি হওয়া সম্ভব। তোমার দৃষ্টিমাত্রেই আমাদের কর্ম-বন্ধন ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায় এবং আমরা পরমানন্দ অনুভব করি। গঙ্গায় স্নান করলে সমস্ত পাপ নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু গঙ্গামাও সন্তদের আগমনের জন্য সর্বদা উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করেন যে কবে তাঁরা এসে নিজেদের চরণধূলি দিয়ে তাঁকে পবিত্র করবেন। শ্রী সাই ত সন্ত চূড়ামণি! এবার তাঁরই শ্রীমুখ থেকে চিত্তশুদ্ধকারী একটি কাহিনী শুনুন।

সাপ এবং ব্যাঙ ঃ-

শ্রী সাইবাবা বলতে শুরু করেন - "একদিন সকালবেলা প্রায় ৮টা নাগাদ জলখাবারের পর আমি বেড়াতে বেরোই। হাঁটতে-হাঁটতে একটা ছোট নদীতীরে এসে পৌঁছই। আমি বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম তাই ওখানেই একটু বিশ্রাম করতে বসি। একটুক্ষণ পর স্নান করি। তখন গিয়ে আমার ক্লান্তি দূর হয় এবং আমি খানিকটা আরাম পাই। ঐ জায়গাটির কাছেই একটা গরুর গাড়ীর যাওয়ার মত সরু রাস্তা ছিল। তার দুদিকে ঘন গাছ ছিল। মৃদু মৃদু বাতাস বইছিল। আমি ছিলিম ভরতে যাচ্ছি, এমন সময় একটা ব্যাঙের কর্কশ আওয়াজ শুনতে পাই। ঠিক সেই সময় একটি পথিক সেখানে এসে পৌঁছয় এবং আমাকে প্রণাম করে আমার কাছে এসে বসে। এরপর আমায় ওর বাড়ীতে গিয়ে খেতে ও বিশ্রাম করতে অনুরোধ করে। সে নিজেই ছিলিমটি ধরিয়ে আমায় দিল। এমন সময় ব্যাঙের ডাক শুনে সে তার রহস্য জানবার জন্য

উৎসুক হয়ে ওঠে। আমি ওকে জানাই- "একটা ব্যাঙ বিপদে পড়েছে এবং নিজের পূর্বজন্মের কর্মের ফল ভুগছে। **পূর্বজন্মের কু-কর্মের ফল এই জন্মে ভুগতেই হয়। অতএব এখন চেঁচিয়ে কিছু লাভ হবে না।**" এরপর লোকটি তামাক টেনে ছিলিমটি আমাকে দিয়ে বলে- "একটু দেখি ত ব্যাপারটা কি?" এই বলে সে উঠে দাঁড়ায়। তখন আমি ওকে জানাই যে একটা বড় সাপ ঐ ব্যাঙটাকে নিজের মুখে ধরে রেখেছে, তাই ও চেঁচাচ্ছে। দুজনেই পূর্বজন্মে বেজায় বদমাস ছিল। তাই এই জন্মে নিজেদের কর্মের ফল ভুগছে। আগন্তুক ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখে যে সত্যি-সত্যি একটা বিরাট সাপ একটা বড় ব্যাঙকে মুখে ধরে রেখেছে। ও ফিরে এসে আমায় জানায় যে কিছুক্ষণের মধ্যেই সাপটা ব্যাঙটাকে গিলে ফেলবে। আমি বললাম- "না, তা কখনোই হবে না। আমি ওর সংরক্ষক পিতা এবং এই সময় এইখানে উপস্থিত আছি। তবে সেই সাপের কি ক্ষমতা আছে যে সে ব্যাঙটাকে গিলে ফেলে? আমি কি শুধু শুধুই এখানে বসে আছি? এবার দেখো, আমি কি করে ওকে রক্ষা করি।" আবার ছিলিমে টান দিয়ে আমরা সেই স্থানে যাই। আগন্তুক ভয় পেয়ে সাপটির খুব কাছে যেতে আমায় মানা করে। আমি ওর কথায় কান না দিয়ে এগিয়ে গেলাম এবং দুজনকে বললাম- "আরে, বীরভদ্রাপ্পা, তোমার শত্রু ব্যাঙ হয়ে জন্মে উপযুক্ত শাস্তি পেয়ে যায়নি কি? ও ব্যাঙ হয়ে আর তুমিও সাপ হয়ে জন্মে এখনও তার শত্রুতা করছ? কত লজ্জার কথা! যাও, ঘৃণা ছেড়ে শান্তিতে থাক গে।' এই কথা শুনে সাপটা তাড়াতাড়ি ব্যাঙটাকে ছেড়ে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। ব্যাঙটাও লাফিয়ে পালায় এবং ঝোপে লুকিয়ে যায়। ঐ পথিকটি এসব দেখে খুবই অবাক হয়। সে বুঝে উঠতে পারে না যে আমার শব্দগুলি শুনে সাপটা ব্যাঙটাকে ছেড়ে দিল কেন এবং বীরভদ্রাপ্পা কে? ওদের শত্রুতার কারণ কি ছিল? এই সব প্রশ্নগুলি ওর মাথায় ঘুরছিল। আমি ওর সঙ্গে আবার ঐ গাছটার নীচে ফিরে এলাম। দুজনে মিলে খানিকটা ছিলিম টেনে নিয়ে আমি তখন ওর কাছে এর সমস্ত রহস্য প্রকাশ করি -

"আমার বাড়ীর থেকে প্রায় চার-পাঁচ মাইল দূরে একটা পবিত্র স্থানে মহাদেবর একটি মন্দির ছিল। মন্দিরটির অত্যন্ত জীর্ণ অবস্থা দেখে স্থানীয় লোকেরা সেটি মেরামত করাবার জন্য কিছু চাঁদা তোলে। বেশ কিছু টাকা সংগ্রহ হয়ে যায় এবং সেখানে নিত্য পূজোর ব্যবস্থা করে মন্দির নির্মাণের পরিকল্পনা তৈরি করা হয়। একজন ধনী ব্যক্তিকে কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করে তাকে সমস্ত কাজের ভার দেওয়া হয়। তার কাজ ছিল ব্যয় ইত্যাদির যথোচিত বিবরণ রেখে সততার সঙ্গে হিসেব রাখা। কিন্তু শেঠ ছিল এক নম্বরের কৃপন। সে মেরামতের কাজে খুবই কম টাকা খরচ করে। তাই

কাজও সেই অনুপাতে হয়। সব টাকা সে আত্মসাৎ করে বসল, নিজের তরফ থেকে একটা পয়সাও খরচ করল না। ওর কথাবার্তা ছিল খুব মিষ্টি। কাজ যে কিছুই এগোচ্ছে না- এ প্রশ্ন উঠলেই সে মিষ্টি কথায় লোকেদের ভুলিয়ে দিত। কাজটা আগের মতই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। লোকেরা আবার সংগঠিত হয়ে ওর কাছে গিয়ে বলে- 'শেঠ সাহেব, দয়া করে কাজটা তাড়াতাড়ি শেষ করুন। আপনি চেষ্টা না করলে এই কাজটি শেষ হওয়া সম্ভব নয়। অতএব আপনি আবার পরিকল্পনাটি তৈরী করুন। আমরা আরো চাঁদা তুলে আপনাকে দেব।" ওরা আবার চাঁদা তুলে শেঠকে দেয়। সে টাকাটা তো নিয়ে নেয়। কিন্তু আগের মতই চুপচাপ বসে রইল। কিছুদিন পর ওর স্ত্রীকে মহাদেব স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেন- "ওঠো, মন্দিরের চূড়াটি তৈরী করাও। তুমি যতটা টাকা এই কাজের জন্য ব্যয় করবে তার শতগুণ আমি তোমায় দেব।" এই স্বপ্নের কথা ও নিজের স্বামীকে বলে। শেঠ ভয় পেয়ে চিন্তায় পড়ে যায়। এই রকম কাজে তো অনেক টাকা খরচ হয়ে যাবে। তাই সে এ কথাটা হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলে- "এ নিছক স্বপ্ন, একবারেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। যদি সেরকম হত তাহলে মহাদেব আমার সামনে আবির্ভূত হয়ে আমাকেই তো আদেশ দিতে পারতেন। আমি কি তোমার কাছ থেকে বেশী দূরে ছিলাম? এই স্বপ্ন শুভ নয়- এ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মন কষা-কষি পাকিয়ে তুলবে। তাই তুমি এ বিষয়ে চুপ থাকো। ভগবান অনিচ্ছায় দেওয়া দামী বস্তু বা অজস্র ধনের আশা কখনোই করেন না। তিনি তো প্রেম ও ভক্তি সহকারে দেওয়া একটা তুচ্ছ তামার টাকাই গ্রহণ করে নেন।" মহাদেব আবার স্ত্রীটিকে স্বপ্ন দেন- "তুমি তোমার স্বামীর নিরর্থক কথার ও তার সঞ্চিত টাকার গ্রাহ্য কোর না এবং ওকে মন্দির মেরামতের কাজেও জোর দিও না। আমি তো শুধু তোমারই প্রেম ও ভক্তি চাই। তোমার যতটা খরচ করতে ইচ্ছে হয়, নিজের সামর্থ হিসেবে করো।" পত্নী তখন তার বাবার দেওয়া গয়নাগুলো বিক্রী করবে ঠিক করে। এইবার কৃপণ শেঠ অশান্ত হয়ে ওঠে। সে ভগবানকেও ঠকাতে উদ্যত হয়। সে কেবল এক হাজার টাকায় স্ত্রীর সমস্ত গয়না নিজেই কিনে নেয় এবং একটা অনুর্বর জমি মন্দিরের জন্য দিয়ে দেয়। ওর স্ত্রীও চুপচাপ সেটা স্বীকার করে নেয়। শেঠ যে জমির টুকরোটি দেয় সেটা ওর নিজের ছিল না। একটি গরীব মহিলা 'দুবকী' সেটা শেঠের কাছে দুশো টাকায় বন্ধক দিয়েছিল। অনেক দিন পর্যন্ত ঋণ শোধ করে জমি ছাড়াতে পারেনি। ঐ ধূর্ত কৃপন নিজের স্ত্রী, 'দুবকী' ও ভগবানকেও ঠকালো। জমিটি ছিল একবারে বন্ধ্যা- বর্ষা ঋতুতেও কোন ফসল হত না। পরে সেটা মন্দিরের পুরোহিতের হাতে দেওয়া হয় এবং সে ওটা পেয়ে খুবই খুশী হয়।"

"কিছুদিন পর একটা বিচিত্র ঘটনা ঘটে। ভয়ানক ঝড় ওঠে এবং প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়। ঐ কৃপণের বাড়ীতে বাজ পড়ে। ফলে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই মারা যায়। দুবকীও শেষ নিঃশ্বাস ফেলে। পরের জন্মে ঐ কৃপণ মথুরার এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মায় এবং ওর নাম বীরভদ্রাপ্পা রাখা হয়। ওর স্ত্রী ঐ মন্দিরের পুরোহিতের বাড়ীতে মেয়ে হয়ে জন্মায় এবং ওর নাম 'গৌরী' রাখা হয়। "দুবকী" পুরুষ হয়ে মন্দিরের সেবাইতের পরিবারে জন্মায় এবং ওর নাম হল চেনবাসাপ্পা। পুরোহিত আমার বন্ধু ছিল এবং প্রায় আমার কাছে আসত, গল্পগুজব করত এবং আমার সঙ্গে তামাক টানত। ওর মেয়ে গৌরীও আমার ভক্তছিল। মেয়েটি ক্রমে বড় হয়ে উঠল। ওর বাবা ওর জন্য সৎপাত্রের খোঁজে জুটল। আমি ওকে জানাই- "চিন্তা করার দরকার নেই। বর নিজেই তোমার বাড়ীতে মেয়ের খোঁজে আসবে।" কিছুদিন পরই বীরভদ্রাপ্পা নামক একটি যুবক ভিক্ষে চাইতে-চাইতে ওর বাড়ীতে এসে পৌঁছয়। আমার সম্মতিতে গৌরীর বিয়ে ওর সাথে সম্পন্ন হয়। প্রথমে ও আমার ভক্ত ছিল, কিন্তু পরে সে কৃতঘ্ন হয়ে গেল। এই নতুন জন্মেও ওর ধন-তৃষ্ণা মেটেনি। ও আমার কাছে ব্যবসা ইত্যাদির বিষয়ে পরামর্শ চায়, কারণ ও তখন বিবাহিত। এই সময়ই একটা বিচিত্র ঘটনা ঘটে। হঠাৎ সমস্ত জিনিষের দাম বেড়ে যায়। গৌরীর ভাগ্যক্রমে জমিটির দাম বেড়ে যায় এবং পুরো ভাগটা এক লক্ষ টাকায় (গহনার দামের ১০০ গুণ) বিক্রী হয়ে যায়। এই ঠিক করা হয় যে ৫০ হাজার টাকা নগদ এবং ২০০০ টাকা প্রতি বছর কিস্তিতে শোধ করা হবে। সবাই এই বিষয়ে একমত হল। কিন্তু সেই টাকার ভাগের ব্যপারে ঝগড়া বাঁধল। আমার সঙ্গে পরামর্শ করতে এলে আমি বলি- "এই জমিটি তো ভগবানের এবং সেটি পুরোহিতকে দেওয়া হয়েছিল। এর কর্ত্রী তো গৌরীই এবং এক পয়সাও ওর ইচ্ছের বিরুদ্ধে খরচ করা উচিত নয়। ওর স্বামীর এর উপর কোন অধিকার নেই।' আমার কথা শুনে বীরভদ্রাপ্পা আমার উপর বেজায় রেগে উঠল। সে বলে- "তুমি গৌরীকে ফুসলিয়ে ওর টাকা হাতিয়ে নিতে চাও।" এই কথা শুনে আমি ভগবানের নাম নিয়ে চুপ করে বসে যাই। বীরভদ্রাপ্পা নিজের বৌকে মারেও। গৌরী দুপুর বেলা এসে আমায় বলে- "আপনি ওদের কথায় দুঃখ পাবেন না। আমি তো আপনার মেয়ে। আমার উপর কৃপাদৃষ্টি রাখবেন।" ও যখন এই ভাবে আমার শরণ নিল, তখন আমি ওকে কথা দিই যে আমি সাত সমুদ্র পার করেও তাকে রক্ষা করব। সেই রাতেই গৌরী স্বপ্ন দেখল। মহাদেব ওকে বলছেন- "এই সব সম্পত্তি তোমারই এবং এর থেকে কাউকে কিছু দিও না। চেনবাসাপ্পার সাথে পরামর্শ করে কিছু টাকা মন্দিরের জন্য খরচ করো। যদি অন্য কোন ব্যাপারে খরচ করার ইচ্ছে থাকে, তাহলে মস্‌জিদে

গিয়ে বাবার (স্বয়ং আমি) সাথে পরামর্শ করো।" গৌরী নিজের স্বপ্নের কথা আমায় বলে এবং আমি ওকে উপযুক্ত পরামর্শ দিয়ে বলি- "মূল রাশি তুমি নাও ও সুদের অর্দ্ধেক ভাগ চেনবাসাপ্পাকে দাও। বীরভদ্রাপ্পার এর সাথে কোন সম্বন্ধ নেই।" আমরা যখন এই সব কথা বলছিলাম, ঠিক সেই সময় বীরভদ্রাপ্পা ও চেনবাসাপ্পা ঝগড়া করতে-করতে সেখানে এসে পৌঁছয়। আমি দুজনকেই শান্ত করতে চেষ্টা করি এবং গৌরীর স্বপ্নের কথাও উল্লেখ করি। কিন্তু বীরভদ্রাপ্পা রাগে পাগল হয়ে চেনবাসাপ্পাকে টুকরো-টুকরো করে মেরে ফেলার হুমকী দেয়। চেনবাসাপ্পা একটু ভীতু প্রকৃতির লোক ছিল। সে আমার পা ধরে তাকে রক্ষা করার জন্য প্রার্থনা করে। তখন আমি শত্রুর হাত থেকে ওকে বাঁচিয়ে নিই। কিছুকাল পর দু-জনেই মারা যায়। বীরভদ্রাপ্পা সাপ হয়ে এবং চেনবাসাপ্পা ব্যাঙ হয়ে জন্মায়। চেনবাসাপ্পার ডাক শুনে এবং পূর্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ করে আমি নিজের কর্তব্য পালন করি। **বিপদের সময় ভগবান দৌড়ে নিজের ভক্তের কাছে যান। তিনি আমায় এখানে পাঠিয়ে চেনবাসাপ্পাকে বাঁচিয়ে নিলেন। এই সব ঈশ্বরীয় লীলা।"**

শিক্ষা ঃ-

এই কাহিনীর শিক্ষা হল যে- যে যেরকম কর্ম করে সে সেরকমই ফল পায়। আগের ঋণ এবং অন্য লোকেদের সাথে দেওয়া-নেওয়া যতক্ষন শোধ না হয়, ততক্ষন নিস্তার নেই। ধনতৃষ্ণা মানুষের পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং শেষে এরই জন্য বিনাশ ঘটে।

।। শ্রী সাঁইনাথার্পনমস্তু। শুভম্ ভবতু।।